14 OCT 1993

স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক

সরকার দেশে ইংরেজী শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ হইতে স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বিষয় বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইলে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্নাতক (পাস ও সম্মান) পর্যায়ের পাঠক্রমে ইংরেজী একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি তাহাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রথম কার্যকর হইবে। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের [illegible] হিসাবে ইংরেজীর গুরুত্ব অন[illegible]। এ পটভূমিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজী ভাষার যথাযথ চর্চা ও অনুশীলন প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী একটি বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে বিবেচিত না হওয়ার ফলে ইংরেজী ভাষায় স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা আশংকাজনক ভাবে হ্রাস হইয়াছে। এই পরিস্থিতি দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিতেছে। (২য় পৃঃ দ্রঃ)

স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী

(প্রথম পৃঃ পর)

বর্তমানে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের ইংরেজী জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার দরুন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অপ্রতুলতাও পরিলক্ষিত হইতেছে।

ফলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়েও ইংরেজী শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে। স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বিষয় বাধ্যতামূলক হইলে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটিবে এবং ইংরেজী ভাষায় সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সরকার আশা করে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ইংরেজীতে রচিত পাঠ্যসামগ্রী যে-কোন বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনে সক্ষম। তদুপরি প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক কর্মবাজারে সকল বিষয়ের স্নাতকদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে ইংরেজী ভাষায় তাহাদের পারদর্শিতা সহায়ক হইতে পারে। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সরকার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষার চর্চা ও অনুশীলনের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (পাস ও সম্মান) পর্যায়ে ইংরেজী একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পাঠ্য হইলে তাহা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। —তথ্য বিবরণী।